Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
UGC Approved, Journal No: 48666
Volume-VII, Issue-III, January 2019, Page No. 115-124
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

ভারত ও সীমান্ত রাজনীতি: পাকিস্তান ও চীনের সাথে সম্পর্কের নিরীখে একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

তন্ময় দে
এম.ফিল গবেষক, কল্যানী বিশ্ববিদ্যালয়, ইতিহাস বিভাগ, কল্যানী, নদীয়া এবং
অতিথি অধ্যাপক. ইতিহাস বিভাগ, সুধীরঞ্জন লাহীড়ী মহাবিদ্যালয়, মাজদিয়া

ভূমিকা: কোনো দেশের বৈদেশিক নীতি সেইদেশের আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অবস্থান তৈরি করার ক্ষেত্রে অপরিহার্য, আবার উক্ত বৈদেশীক নীতির প্রধান অংশ জুড়ে অনেক সময় সীমান্ত নীতি প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। সীমান্ত বলতে দুটি দেশের মধ্যবর্তী যে আন্তর্জাতিক সীমারেখা তাকে বোঝায়। ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে বলতে গেলে প্রথমেই উল্লেখ করা দরকার এর সীমানার বিষয়টি। ভারতের যে সকল দেশের সাথে এর স্থলসীমানা রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পাকিস্তান, চীন, মায়ানমার, বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান ইত্যাদি। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে তিনটি সীমান্ত (Working Boundary ও Line of Control Radcliffe Line) রয়েছে যার মধ্যে ১৯৪৭ সালে তৈরি হওয়া র‍্যাডলিফ লাইন এবং ১৯৭২ সালে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর ও ভারতের অন্তর্ভুক্ত কাশ্মীরের মাঝে তৈরি হওয়া লাইন অব কন্ট্রোল প্রধান। ১৯১৪ সালে সিমলা কনভেনশন অনুযায়ী চীনা তিব্বত ও উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভাজনরেখা হিসেবে ম্যাকমোহন লাইন তৈরি হয়েছে, যেটি ভারত ও চীনের মধ্যেকার আন্তর্জাতিক সীমারেখা হিসেবে বিবেচিত হয়।[১] ভারত ও মায়ানমারের মধ্যবর্তী ১৬২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্তটি ভারত-মায়ানমার বেরিয়ার নামে পরিচিত।[২] ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে রয়েছে ৪১৫৬ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত, যা ভারতের আসাম, ত্রিপুরা, মিজোরাম, মেঘালয়, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের ময়মনসিংহ, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর, সিলেট এবং চট্টগ্রামকে স্পর্শ করে আছে। উক্ত দেশগুলির সীমান্ত বরাবর নানান সমস্যা দেখা দিলেও নেপাল, ভূটান প্রভৃতি দেশের সীমান্ত এলাকা মোটের উপর শান্তিপূর্ণ বলা যেতে পারে।

ভারত ও পাকিস্তান এবং ভারত ও চীন এই দুটি সীমান্ত সমস্যার দিকেই অধিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করা দরকার। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে জন্মলগ্ন থেকেই কাশ্মীর সমস্যাকে কেন্দ্র করে নানান সন্ত্রাসবাদী হামলা হয়েছে ভারতে, আবার দুটি দেশের মধ্যে একাধিকবার যুদ্ধও হয়েছে, যথা-১৯৪৭ সালে, ১৯৬৫ সালে, ১৯৭১ সালে ও ১৯৯৯ সালে। যুদ্ধ শেষে নিয়ম মেনে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং শান্তিপূর্ণ ভাবে সীমান্ত সমস্যা মেটানোর কথাও বলা হয়েছিল, তবে পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদী তোষণনীতি উক্ত প্রচেষ্টায় বারবার জল ঢেলেছে।[৩] পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদ তোষণনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে সাম্প্রতিককালে সার্ক সদস্যদেশগুলি ইসলামাবাদে সার্কের সম্মেলন বাতিল করেছে। চীন দেশটির সাথে ভারতের মিত্রতার সম্পর্ক ছিল যার নিদর্শন হিসেবে ১৯৫৪ সালের ২৮ এপ্রিল ভারত ও চীনের মধ্যে স্বাক্ষরিত পঞ্চশীল নীতির কথা বলে যেতে পারে, যেখানে এই দুটি দেশ অনাক্রমণ নীতি বজায় রাখার পাশাপাশি শান্তিপূর্ণ সহবস্থানের কথাও বলেছিল।[৪] তবে ১৯৬১ সালের ২০শে নভেম্বরে যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে ভারত সীমান্তে প্রবেশ করলে শুরু হয় যুদ্ধ, যুদ্ধে ভারত পরাজিত হয়; উক্ত

পরাজয়ের গ্লানি ভারত আজও ভোলেনি। তাইতো অতি সাম্প্রতিককালে চীনা সেনাপ্রধান হুমকি দিলে ভারতও চীনকে হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়েছে যে ভারত ১৯৬২ সালের পর্যায়ে নেই, সে এখন অনেক উন্নত। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে এইভাবে হুমকি ও পাল্টা হুমকির ফলে পরিস্থিতি শান্ত থাকেনা।[৫]

গবেষণার প্রেক্ষাপট: ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা আইন (The Indian independence Act 1947 is an act of the parliament of the United Kingdom that partitioned British India into the two new independent dominions of India and Pakistan) অনুযায়ী ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট পাকিস্তান ও ১৫ই আগস্ট ভারত রাষ্ট্র গরে অথে, প্রথমটি ছিল মুসলিম অধ্যুষিত দেশ এবং শেষোক্তটির ক্ষেত্রে এমন কোন ধর্মের গোঁড়ামি নেই।[৬] ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান আত্মপ্রকাশ করার পূর্বে ৫৬৫ টি দেশীয় রাজ্য ছিল ব্রিটিশ ভারতীয় উপনিবেশে। এই রাজ্যগুলিকে পূর্নে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল এবং তারা চাইলে ভারত বা পাকিস্তান যেকোনো পক্ষে যোগ দিতে পারত, আবার তারা চাইলে স্বাধীনও থাকতে পারত; তবে নিরাপত্তার খাতিরে বেশীরভাগ দেশীয় রাজ্যই ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের সাথে যুক্ত হয়ে পড়েছিল। তবে জুনাগড় ও কাশ্মীর এই দুটি রাজ্য নিয়েই অধিক সমস্যা ঘনীভূত হয়েছিল। জুনাগড়ের নবাব মহাবত খান ছিলেন মুসলিম, যদিও এর বেশীরভাগ মানুষ ছিল হিন্দু, তাই জুনাগর পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হতে চাইলে এর সাধারণ নাগরিকরা এর বিরোধিতা করেছিল। তাছাড়া ভারতও আপত্তি জানিয়েছিল, কারণ এর ফলে ভারতের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারতো, যদিও পাকিস্তানের যুক্তি ছিল ১৯৪৭ এর ভারতের স্বাধীনতা আইন অনুসারে জুনাগড়ের শাসকের পূর্ণ অধিকার আছে পক্ষ নির্বাচনের ক্ষেত্রে। যাইহোক কালবিলম্ব না করে ভারতের তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভবাই প্যাটেল জুনাগড় অধিগ্রহণের জন্য সেনাবাহীনিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং সেইমতো সেনাবাহিনী ১৯৪৭ সালের ২৬ শে অক্টোবর মংরোল ও বাবরিওয়াড় দখল করে নেয়। ঐ বছরেই জুনাগড় উচ্চ ন্যায়ালয়ের নির্দেশমতো ভারত সরকার জুনাগড় অধিগ্রহণ করে নিয়েছিল, পাকিস্তান এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেও কোনো লাভ হয়নি।[৭] ১৯৪৭ সালে কাশ্মীর নিয়ে সমস্যা আরোও প্রবল হয়েছিল। কাশ্মীর একটি মুসলিম অধ্যুষিত রাজ্য হলেও এর শাসক মহারাজা হরি সিং ছিলেন হিন্দু, যিনি প্রাথমিকভাবে কোন পক্ষে না গিয়ে স্বাধীন থাকতে চেয়েছিলেন এবং ভেবেছিলেন ভারত ও পাকিস্তান তার এই দাবি মেনে নেবে।[৮] মহারাজা হরি সিং হিন্দুদের অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য বহু মুসলিম জনগণকে হত্যা করেন ও বহু মানুষকে বিতারিত করেছিলেন, তবে কিছু কিছু জায়গার মুসলিম জনগণ এর বিরোধীতা করেছিল।[৯] পাকিস্তানি আধাসামরিক বাহিনী এদের সাহায্য এগিয়ে এসেছিল, শুরু হয়েছিল "অপারেশন গুলমার্গ", ২৫শে অক্টোবর বারামুলা অঞ্চল এদের দখলে চলে গিয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে মহারাজা হরি সিং ২৬শে অক্টোবর ভারতের সাথে সংযুক্তির প্রস্তাবে স্বাক্ষর করেন যেটি ২৭ শে অক্টোবর ভারতের গভর্নর জেনারেল গ্রহণ করেছিল। ভারত কালবিলম্ব না করে ২৭শে অক্টোবর আকাশপথে শ্রীনগরে অবতরণ করে এবং বিস্তীর্ণ এলাকা দখলমুক্ত করেছিল। পরিশেষে উভয়পক্ষ শান্তিচুক্তি সম্পাদন করে, যদিও পাক অধিকৃত উত্তর-পশ্চিম কাশ্মীরের অংশ ১৯৫৭ সাল থেকে আজাদ কাশ্মীর নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। কাশ্মীর নিয়ে বিবাদ আজও মেটেনি, বরং তা আরও মারাত্মক আকার ধারণ করেছে।

ভারত ও চীনের মধ্যে সুদুর অতীত থেকেই এক সখ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল এবং বৌদ্ধধর্ম এই দুই দেশের মধ্যে মৈত্রীভাব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অবদান রেখেছিল। তবে সমস্যা ঘনীভূত হয় যখন চীন অরুণাচল প্রদেশের লাগোয়া কিছু অঞ্চলকে নিজ এলাকা বলে দাবি করতে শুরু করে এবং ১৯৫৪ সালে স্বাক্ষরিত পঞ্চশীল চুক্তির আদর্শ থেকে চীন সরে আসে। ভারতও ১৯৫৪ সালে একটি মানচিত্র প্রকাশ করেছিল যেটিতে সে আকসাই চীনকে নিজের অন্তর্ভুক্ত বলে দেখিয়েছিল, যা চীনকে ক্ষুব্ধ করেছিল; অতপরঃ চীন এই অঞ্চলে রাস্তা নির্মাণ শুরু করলে পরিস্থিতি আরোও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। চীনা প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই ১৯৫৯ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুকে লিখেছিলেন যে চীন সরকার ১৯১৪ সালের সিমলা প্রস্তাবানুসারে নির্দিষ্ট হওয়া ম্যাকমোহন লাইনকে মানতে রাজী নয়। ঐ বছরেই তিব্বতি ধর্মগুরু ১৪-তম দালাই লামা তিব্বত ছেড়ে ভারতের হিমাচল

প্রদেশের ধর্মশালাতে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তার সাথে বহু তিব্বতি ধর্মপ্রাণ মানুষরাও এখানে চলে এসেছিল। চীন এইসময় অভিযোগ করতে থাকে যে ভারত চীনে সম্প্রসারণের কাজ চালাচ্ছে এবং ভারতীয় মানচিত্রে দেখানো উত্তর-পূর্ব ভারতের ১,০৪,০০০ বর্গকিলোমিটার অঞ্চল চীনের অন্তর্ভুক্ত।

সীমান্ত সমস্যার কারণেই ১৯৬২ সালের ২০শে অক্টোবর ভারত ও চীনের মধ্যে সীমান্ত সংঘর্ষ হয়েছিল। এই লড়াইতে চীন ভারতীয় সেনাবাহীনিকে পিছু হঠতে বাধ্য করেছিল এবং পাশাপাশি সে আকসাই চীন ও দেমচক এলাকাও দখল করে নিয়েছিল, ২১ শে নভেম্বর চীন অস্ত্র বিরতি ঘোষণা করলে এর অবসান ঘটে। এইসময় ভারতের কমিউনিস্ট দলের বেশকিছু নেতাকে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল এই অভিযোগে যে তারা চীনের সাথে নানা বিষয়ে নিরন্তর যোগাযোগ রেখে চলেছে। যাইহোক ১৯৭০-এর দশকে চীন পাকিস্তানকে সাহায্য করতে থাকলে এবং ভারত বিরোধী কাজে লিপ্ত হওয়ার জন্য অস্ত্র জোগান দিতে থাকলে তা ভারত-চীন সম্পর্ককে তিক্ত করে তুলেছিল। ভারত-চীন-পাকিস্তান এই তিনটি রাষ্ট্রের মধ্যে যদি ভারত ও চীনের কথা বলতে হয় তবে বলা যেতে পারে যে চীন এশীয় ভূখণ্ডে সবচাইতে উন্নত দেশ এবং ভবিষ্যতে এখানে তার প্রতিদ্বন্দী হিসেবে ভারতের উঠে আসার সম্ভাবনা অনেক বেশি; সেই কারণে চীন ভারতের স্বাভাবিক অগ্রগতিকে বাঁধা দেওয়ার জন্য পাকিস্তানকে নানান ভাবে সাহায্য করে থাকে, পাশাপাশি সে নানান ভারতীয় উপজাতি ও সন্ত্রসাবাদীদের ভারত বিরোধী কাজে লিপ্ত হওয়ার জন্য অর্থ ও অস্ত্র সরবরাহ করে থাকে।[১০] এর ফলে স্বভাবতই ভারতকে পাকিস্তান ও চীন উভয় দেশ সম্পর্কে বিশেষ চিন্তা ভাবনা করতেই হয়।

যুদ্ধ-চুক্তি ও প্রভাব: পাকিস্তানের সাথে ভারতকে একাধিকবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়েছে। ১৯৪৭ সালে কাশ্মীর দখলকে কেন্দ্র করে যুদ্ধ, ১৯৬৫ সালে চীনের মদতে পুনরায় কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে যুদ্ধ, ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তানের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ ও ১৯৯৯ সালে কার্গিল অঞ্চলে ভারত-পাক যুদ্ধ।

পাকিস্তান ১৯৬৫ সালে জম্মু-কাশ্মীরে অরাজকতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সেনা প্রবেশ করাতে স্বচেষ্ট হয়, শুরু করে কুখ্যাত “অপারেশন জিব্রাল্টার”। ২৬০০০-৩৩০০০ পাকিস্তানি সৈন্য ছদ্মবেশে লাইন অব কন্ট্রোল অতিক্রম করে কাশ্মীরে প্রবেশ করেছিল। ভারত ১৫ই আগস্ট সীমান্ত অতিক্রম করে এবং পাকিস্তানের এলাকায় ঢুকে পরে-শুরু হয় পূর্নোদ্যমে যুদ্ধ। ভারতের তিথওয়াল, উরি ও পুঞ্চ অঞ্চলে পাকিস্তানি সেনা অগ্রসর হয়, অপরদিকে ভারতও আজাদ কাশ্মীরের হাজী পীর গিরিপথ দখল করে নিয়েছিল।[১১] ভারতীয় সেনাবাহিনীর রসদ সরবরাহ বন্ধ করার জন্য ১লা সেপ্টেম্বর পাকিস্তান “অপারেশন গ্র্যান্ড স্ল্যাম” শুরু করে এবং ঐদিন রাত ৩টা ৩০ মিনিট নাগাদ চম্বল অঞ্চলের উপর পাকসেনা ব্যাপকহারে গোলাবর্ষণ করেছিল। এই আক্রমনে ভারতীয় সেনা হতচকিত হয়ে পরেছিল এবং শেষে বিমানবাহিনীকে কাজে লাগাতে বাধ্য হয়েছিল। ভারত ৬ই সেপ্টেম্বর র‍্যাডক্লিফ লাইন অতিক্রম করে আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধের সূচনা করেছিল। একদিকে ভারত লাহোরের বিমানবন্দরের কাছাকাছি চলে এসেছিল ও অন্যদিকে পাকিস্তানি সেনা ভারতের খেমকারান অঞ্চল দখল করে নিয়েছিল। যুদ্ধে ভারতের ৩০০০ সেনা মারা গিয়েছিল ও অনেকেই আহত হয়েছিল, অপরদিকে পাকিস্তানের ৩৮০০ সেনা মারা গিয়েছিল এবং তাদেরও অনেকেই আহত হয়েছিল। এই যুদ্ধে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য পাকিস্তান ৬ সেপ্টেম্বর “প্রতিরক্ষা দিবস” পালন করে থাকে, এই যুদ্ধটি ছিল অমীমাংসিত।

এরপর ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হলে তার ঢেউ ভারতেও আছড়ে পরেছিল। ১৯৭১ সালে ৩রা ডিসেম্বর পাকিস্তানি সেনা “অপারেশন চেঙ্গিজ খাঁ” নামে অভিযান চালিয়ে ভারতের ১১টি এয়ারবেসে হানা দিয়েছিল, এরফলে ভারত মুক্তিবাহিনীর পক্ষ নিয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।[১২] পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশে বহু সাধারণ মানুষকে খুন করেও প্রায় ৪,০০,০০০ নারীকে ধর্ষণ করেছিলো, এরফলে ভারত পাকিস্তানের উপর চরম আঘাত হেনেছিল। ভারতের যুদ্ধ জাহাজ আই.এন.এস বিশাখাপত্তনম চট্টগ্রামকে

পাকসেনা মুক্ত করেছিলো এবং ১৯৭১ ২৬শে ডিসেম্বর পাকিস্তানের আত্মসমর্পন বাধ্য করেছিলো। ৭৯,৭০০ জন পাকসেনা ও ১২,০০০ সাধারন নাগরিক যুদ্ধবন্দী হিসেবে ঘোষিত হয়েছিল।[১৩] এই যুদ্ধের পরিনামে পূর্ব পাকিস্তান বাংলাদেশ নামে পরিচিত হয়ে ওঠে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের মর্যাদা বেড়েছিল। তবে বহু সাধারণ মানুষ পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশ থেকে ভারতে চলে এসেছিল উদ্বাস্তু হিসেবে।[১৪]

১৯৯৯ সালের মে-জুলাই মাসে পাকিস্তানি সেনা পুনরায় নিয়ন্ত্রণ রেখা অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করে, তারা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সমর্থন করলে যুদ্ধ শুরু হয়। ভারত কার্গিল অঞ্চলকে পাক প্রভাবমুক্ত করার জন্য পাকিস্তানি "অপারেশন বদর"-এর পাল্টা হিসেবে "অপারেশন বিজয়" শুরু করেছিল। পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্র হিসেবে এই প্রথম পাকিস্তান ও ভারত মুখোমুখি হয়েছিল। উভয়পক্ষেই ব্যাপক হতাহতের ঘটনা ঘটেছিল এবং আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যস্থতায় ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষর করে। সামরিক দিক থেকে কার্গিল ছিল গুরুত্বপূর্ণ স্থান, তাই এই যুদ্ধের গুরুত্বও ছিল অনেক। যাইহোক ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে এরপর থেকে যুদ্ধ না হলেও সীমান্ত সমস্যা মেটানো সম্ভব হয়নি।

এখন ১৯৬২ সালের ২০শে অক্টোবর থেকে ২১শে নভেম্বর পর্যন্ত সংঘটিত ভারত-চীন যুদ্ধের কথা বলা যেতে পারে। উত্তর-পূর্ব ভারতের সীমান্ত এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই একটি সমস্যা চলছিল, ভারত-চীন উভয়পক্ষ আলোচনা করেও সমস্যা সমাধানে সফল হয়নি, তাই চীন ১৯৬২ সালের ২০শে অক্টোবর লাদাখে প্রবেশ করে এবং বিস্তীর্ণ অঞ্চল দখল করে নেয়। সমূদ্র থেকে ৫০০০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত আকসাই চীনে যুদ্ধ হয়েছিল। যুদ্ধে ভারতীয় সেনার সৈন্যবল চীনের তুলনায় অনেক কম ছিল (ভারতীয় সেনা ছিল ১২০০ ও চীনা সেনা ৮০০০) এবং পাশাপাশি অবস্থাগত দিক থেকে চীনা সেনারা অধিক সুবিধে পেয়েছিল।[১৫] এইসময় কিউবান ক্ষেপণাস্ত্র সংকটের ফলে আমেরিকা ও সোভিয়েত রাশিয়া কোনো পক্ষই ভারত-চীন যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করতে পারেনি। ১৯৬১ সালে জওহরলাল নেহেরু ব্রীজমোহন কলকে সেনাপ্রধান নিযুক্ত করেছিলেন এবং এইসময় প্রতিরক্ষামন্ত্রী ছিল ভি.কে. কৃষ্ণমেনন; এরা কেউই চীনের যুদ্ধ প্রস্তুতি বা গতিবিধি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন না, যারনফলে ১৯৬১ সালের যুদ্ধে চীনা সেনারা অপ্রস্তুত ভারতীয় সেনাদের পরাজিত করতে সফল হয়েছিল। ১৩৮৩-৩২৫০ জন সেনা মারা যায় ও অনেকে আহত হয় এবং নিরুদ্দেশ হয়ে যায় অপরদিকে চীনা পক্ষে হতাহতের পরিমাণ ছিল কম (৭২২ জন মারা গিয়েছিল এবং ১৬৯৭ জন আহত হয়েছিল)।[১৬] চীন তার কাঙ্ক্ষিত এলাকা দখল করতে সফল হওয়ায় আর অভ্যন্তরে প্রবেশ করার প্রয়োজনবোধ করেনি, তাই ২১শে নভেম্বর ঝৌ-এন-লাই অস্ত্রবিরতি ঘোষণা করেন; আমেরিকা যদিও ভারতকে সাহায্য করার কথা বলেছিল, তবে কোনোপক্ষই আর যুদ্ধ চালিয়ে যেতে রাজি ছিল না। এরপর থেকে অনেক জল গড়িয়ে গেছে, তবে ভারত-চীন কখনোই যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়নি। তবে চীন নানাভাবে পাকিস্তানকে সাহায্য করে চলেছে যা পরোক্ষে ভারত-চীন সম্পর্ককে তিক্ত করে তুলছে।

সন্ত্রাসবাদ ও ভারত: পাকিস্তানী সেনা ও গুপ্তচর সংস্থা আই.এস.আই বিভিন্নভাবে সন্ত্রাসবাদী সংস্থা আল কায়েদা, জয়েশ-ই-মহম্মদ প্রভৃতিকে সাহায্য করে থাকে। এক্ষেত্রে তাদের মূল উদ্দেশ্য কাশ্মীরের পরিস্থিতি অস্বাভাবিক করে দেওয়া, যদিও পাকিস্তান এহেন দাবীকে নস্যাৎ করে দিয়ে বলেছে যে এটি কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ।[১৭] বহু সন্ত্রাসবাদী শিবির আজাদ কাশ্মীরে অবস্থিত যা পাকিস্তানী দাবীকে নস্যাৎ করে দেয়। গর্ডন থমাস বলেছেন-" Pakistan still sponsored terrorist groups in the state of Kashmir, funding, training and arming them in their war on attrition against India."[১৮] সাংবাদিক স্টিফেন সুলেম্যান শোয়ার্টজ বলেছেন-" Backed by senior officers in the Pakistan army, the Country's ISI intelligence establishment and other armed bodies of the state."

কাশ্মীর তথা ভারতে যে সন্ত্রাসবাদী হানা হয়েছে তার সাম্প্রতিকতম কয়েকটি ঘটনার কথা তুলে ধরা যেতে পারে। ১৯৯৭ সালের ২১শে মার্চ সংগ্রামপোরা হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল, যেখানে বূড়গাম জেলার ৭ জন কাশ্মীরি

পণ্ডিতদের হত্যা করা হয়েছিল। ১৯৯৮ সালের জানুইয়ারি মাসে ওয়ানধামা শহরের ২৪ জন কাশ্মীরি পণ্ডিতদের হত্যা করা হয়েছিল। ২০০৩ সালের ১৩ই জুলাই শ্রীনগরের নিকটবর্তী কাশিমগর বাজারে লস্কর-ই-তৈয়বা-এর জঙ্গীরা বোমা নিক্ষেপ করলে ও গুলি চালালে ২৭ জন সাধারন মানুষ নিহত হয় ও আরোও অনেকে আহত হয়েছিল। এর কিছুসময় পর সর্বদলীয় হুরিয়ত কনফারেন্সের নেতা আবদুল ঘানি লোন শ্রীনগরে পথসভা করার সময় অজ্ঞাত পরিচয় বন্দুকধারীর হাতে নিহত হয়েছিল। হিজবুল মুজাহিদীন জঙ্গীগোষ্ঠী ২০০৫ আলের ২০সে জুয়ালি বম্ব ভর্তি একটি গাড়ি শ্রীনগরের চার্চলেন এলাকায় ভারতের সেনাবাহীনির শিবিরের কাছে বিস্ফোরণ ঘটানোর পাশাপাশি সুইসাইড বোমাও ব্যাবহার করা হয়েছিল, ফলে ৪ জন সেনা ও ১ জন সাধারন মানুষসহ মোট ৫ জন মারা গিয়েছিল। ২০০৫ সালের ২৯শে জুলাই শ্রীনগরের কাছে বাদশাহচকে আরেকটি সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হামলা চালিয়েছিল, যার ফলে ২ জন মারা যায় ও ১৭ জন আহত হয়েছিল। ঐ বছরেই ১৮ই অক্টোবর জম্মু-কাশ্মীরের শিক্ষামন্ত্রী গুলাম নবি লোন সন্ত্রাসবাদী হানায় নিহত হয়েছিলেন। ২০১৬ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর ৪ জন সন্ত্রাসবাদী উরি অঞ্চলে আক্রমণ চালায়, এর ফলে ১৮ জন নিহত হয় এবং ২০ জন আহত হয়েছিল। এটিকে ভারতীয় সেনাশিবিরের উপর গত কয়েক দশকে ঘটা সবচাইতে মারাত্মক আক্রমণ বলা যেতে পারে।[১৯]

এছাড়াও আরোও বেশকিছু সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৯৯ সালের ২৪শে ডিসেম্বর পাক জঙ্গীরা নিউ দিল্লী থেকে কাঠমান্ডুগামী আই.সি ৮১৪ বিমানটি দিল্লি ছাড়ার ১ ঘন্টার মধ্যে হাইজ্যাক হয়ে যায়, যেটি অমৃতসর হয়ে লাহোরে পৌঁছায় এবং এখান থেকে তেল ভরার পর সেটি দুবাই যায় ও শেষে কান্দাহারে পৌঁছায়। কুখ্যাত জঙ্গী নেতা মৌলানা মাসুদ আজাহারকে ছেড়ে দেওয়ার শর্তে সন্ত্রাসবাদীরা বিমানযাত্রীদের মুক্ত করেছিল, তবে এই মাসুদ আজাহারই জয়ীশ-ই-মহম্মদ নামে জঙ্গী সংগঠন গড়ে তুলেছিল, যেটি ভারতে একাধিক নাশকতামূলক হামলা চালিয়েছে। ২০০০ সালের ২২শে ডিসেম্বর লস্কর-ই-তৈয়বার কিছু জঙ্গী লালদূর্গে আক্রমণ করেছিল, তারা নিরাপত্তার ঘেরাটোপ পার করে কর্তব্যরত দুইজন সেনাকে হত্যা করেছিল। ২০০২ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর জয়ীশ-ই-মহম্মদের পরিচালনায় সন্ত্রাসবাদীরা আমেদাবাদের স্বামী নারায়ণ মন্দির চত্বরে আক্রমণ চালিয়েছিল, যারফলে ১৮ জন নারী ও ৫ জন শিশুসহ মোট ৩০ জন মানুষ মারা গিয়েছিল। সন্ত্রাসবাদীদের দাবি ছিল গুজরাট দাঙ্গায় হাজার হাজার মুসলিমকে হত্যার প্রতিশোধ নিতেই এই আক্রমণ করা হয়েছিল। ২০০৩ সালের ২৫শে আগস্ট গেটওয়ে অব ইন্ডিয়া ও জাভেরি বাজারে দুটি বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল। এই দূর্ঘটনায় ৪৮ জন মারা গিয়েছিল এবং ১৫০ জন মানুষ আহত হয়েছিল। কোনো সন্ত্রাসবাদী সংগঠন এর দায়ভার স্বীকার না করলেও মুম্বাই পুলিশ ও "র"-এর ধারণা এর পিছনে লস্কর-ই-তৈয়বার ভূমিকা আছে। ২০০৫ সালের ৫ই জুলাই জঙ্গীরা অযোধ্যায় রাম জন্মভূমি এলাকায় বোমা নিক্ষেপ করেছিল।[২০]

জম্মু-কাশ্মীর তথা ভারতের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার জন্য জম্মু-কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্ট (১৯৭৭), হারকত-উল-জিহাদ-আল-আসলামি (১৯৮৪), হারকত-উল-মুজাহিদীন (১৯৮৫), লস্কর-ই-তৈয়বা (১৯৮৬), আলকায়েদা (১৯৮৮), হিজবুল মুজাহিদীন (১৯৮৯), আল-বদর (১৯৯৮), জঈশ-ই-মহম্মদ (২০০০), আই.এস.আই.এল-কে.পি (২০১৫) ইত্যাদি জঙ্গীগোষ্ঠী সক্রিয় রয়েছে। বিভিন্ন সময়ের হিসেব থেকে দেখা গেছে যে ৩৫০০-৫০০০ জঙ্গী এইকাজে সক্রিয় রয়েছে এবং এদের নেতৃত্বের ভূমিকায় রয়েছে কুখ্যাত হাফিজ সঈদ, মৌলানা আজহার, ইলিয়াস কাশ্মীরি, সঈদ সালুউদ্দিন, ফজলুর রহমান খালীল, ফারুক কাশ্মীরি, আরফীন ভাই, মানুল্লা খান, বখত জামীন ও দাউদ আহমেদ সোফি প্রমুখরা।[২১]

চীন ভারতের উপর জঙ্গী হামলা চালায়নি কখোনই, তবে সমস্যা হল সে পাকিস্তানকে আর্থিক ও সামরিক দিক দিয়ে সাহায্য করে পরোক্ষে ভারতের উপর চাপ বাড়িয়ে চলেছে। চীন-পাকিস্তানের এই সম্পর্কের সূচনা হয়েছে ১৯৫০-এর দশক থেকেই, চীন ১৯৬৬ সাল থেকে পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্য দিয়ে থাকে এবং ১৯৭৯ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে আর্থিক সাহায্য দিয়ে চলেছে। এইভাবে বর্তমানে চীন পাকিস্তানের অন্যতম অস্ত্র

সরবরাহকারী দেশ ও বাণিজ্যিক মিত্রে পরিণত হয়েছে।[২২] পাকিস্তান ও চীন যৌথ সহযোগীতায় বিভিন্ন যুদ্ধ বিমান, মিসাইল, ও যুদ্ধ জাহাজ তৈরি করে চলেছে। পাকিস্তানকে এভাবে চীনের সাহায্য পরোক্ষে ভারতকে চাপে রাখার কৌশল, তা ভারতের বুঝতে অসুবিধা হয়নি। এরফলে ভারত ও চীনের সাথে নিজ সম্পর্ককে (বাণিজ্যিক সম্পর্ক) হাতিয়ার করে চীনের উপর চাপ বাড়িয়েছে, যার সাম্প্রতিকতম নিদর্শন দেখা গেছে ২০১৭ সালে ডোকলাম সমস্যা চলাকালীন চীন থেকে ভারতে আমদানীকৃত পন্যের ঘাটতি।

ডোকলাম সমস্যা: ডোকলাম বা ডোংলাং একটি উপত্যকা যার উত্তরে তিব্বতের চুম্বি উপত্যকা, পূর্বে ভূটানের হা উপত্যকা এবং পশ্চিমে ভারতের সিকিম অবস্থিত। ১৯৬১ সাল থেকেই এটিকে ভুটানের অংশ হিসেবে দেখানো হয়েছে, তবে চীনও এই অঞ্চলের উপর নিজ দাবি বজায় রাখতে প্রয়াসী। এই সীমান্ত নিয়ে একাধিক বৈঠক হয়েছে, কিন্তু কোনোভাবেই সমসয়ার পূর্ণ সমাধান করা যায়নি। ২০১৭ সালে চীনা সেনা এই অঞ্চলে নিজ কৌশলগত সুবিধে বাড়ানোর জন্য রাস্তা তৈরি শুরু করলে বিবাদের সুত্রপাত ঘটে। ভূটানের সীমান্ত রক্ষায় ভারত বিশেষভাবে চুক্তিবদ্ধ, কারণ ২০০৭ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি নতুন দিল্লীতে ভারত-ভূটান মৈত্রী চুক্তির পূনঃনবীকরণ হয়েছে(১৯৪৯ সালে প্রথম এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল)। এই চুক্তিতে ১০ টি ধারা রয়েছে এবং এর ২ নং ধারা অনুসারে বলা হয়েছে-" In keeping with the abiding ties of close friendship and cooperation between Bhutan and India, the Government of the Kingdom of Bhutan and the Government of the Republic of India shall cooperate closely with each other on issues relating to their national interests. Neither Government shall allow the use of its territory for activities harmful to the national security and interest of the other." ২০১৭ সালে চীন ডোকলামে রাস্তা নির্মাণ শুরু করলে ভারত তার বিরোধীতা করেছে যা চীনকে অসন্তুষ্ট করেছে। চীন এরপর ভারতকে নানাভাবে হুমকি দিতে শুরু করেছিল এবং এর পাল্টা হিসেবে ভারতও নানান কড়া জবাব দিতে শুরু করেছিল, ফলে স্বাভবতই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে পড়েছিল। ভূটানের রাজতান্ত্রিক সরকারএর বিদেশমন্ত্রক উপরন্তু চীনকে ১৯৮৮ ও ১৯৯৮ সালে ভূটান-চীন চুক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, তাদের তরফে বলা হয়েছে-" Boundary talks are ongoing between Bhutan and China and we have written agreement of 1988 and 1998 stating that the two sides agree to maintain peace and tranquility in their border areas pending a final settlement on the boundary question and to maintain status quo on the boundary as before March 1959. The agreements also state that the two sides will refrain from taking unilateral action, or use of force, to change the status quo of the boundary."[২৩]

যাইহোক চীন ২০১৭ সালের জুন মাসে ইয়াদং থেকে ডোকলাম পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ শুরু করলে ভূটান আপত্তি জানিয়েছিল আবার চীন এভাবে ভারতের শিলিগুড়ি করিডোর ও ভূটানের যম্পেলরি এলাকার উপর নিজ নজরদারী বাড়াতে চাইলে তা ভারতের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। ১৮ই জুলাই ভারতীয় সেনাবাহিনী ডোকলামে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়েছিল, কারণ ভারত বিশ্বাস করত যে ডোকলাম ভুটানের অন্তর্ভুক্ত। উক্ত ঘটনার পুর্বে চীন ২৯শে জুলাই একটি মানচিত্র প্রকাশ করে তাতে ডোকলামকে চীনের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে দেখিয়ে ছিল। চীনা সরকারের দাবি ছিল ১৮৯০ সালের ব্রিটেন-চীন চুক্তির হিসেবে এই ডোকলাম চীনেরই অংশ। চীনের সাধারণ মানুষ এই অঞ্চলে পশুচারণ করে থাকে এবং ১৯৬০ সালের আগেও ভূটানী পশুচারণকারীরা এই অঞ্চলে পশুচারণের জন্য চীনা প্রশাসনকে কর দিত। যাইহোক আন্তর্জাতিক জগতের চাপে পরে চীন পিছু হঠতে বাধ্য হয়, সে ২৮শে আগস্ট ঘোষণা করা হয় যে চীন ও ভারত খুব শীঘ্রই উক্ত সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানে প্রয়াসী হবে।

পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা: যখন কোনো দেশের সাথে এক বা একাধিক দেশের সীমান্ত বিবাদ থাকে তখন তাদেরকে ভবিষ্যৎ প্রতিরোধের কথা ভেবে অস্ত্র নির্মাণের কাজ করতেই হয়, যা একসময় প্রতিযোগিতার পর্যায়ে চলে যায়। ভারত ১৯৭৪ সাল থেকে পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা শুরু করেছে এবং ৫০০০-৬০০০ কিলোমিটার দূরের

লক্ষ্য বস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম অগ্নি-৫ ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণ করেছে। চীন ১৯৬৪ সালে প্রথম পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা করে এবং বর্তমানে ১৪,০০০ কিলোমিটার দূরের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণ করেছে। পাকিস্তানও চুপ নেই, সে ১৯৯৮ সালে প্রথম পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা করেছে এবং সেও বর্তমানে ২,৭৫০ কিলোমিটার দুরের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম সাহীন-৩ নির্মাণ করেছে। বিভিন্ন দেশের নিজ নিরাপত্তার স্বার্থেই পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণ করে, কিন্তু যখন এই অস্ত্র নির্মাণ ব্যাক্তিগত চাহিদার মাত্রা অতিক্রম করে শত্রু রাষ্ট্রের মনে ভীতি সঞ্চারের মাধ্যমে পরিণত হয়, তখনই সমস্যা ঘনীভূত হয়। ভারত-পাকিস্তান ও চীন তিনটি দেশই ব্যাপারে পারমাণবিক অস্ত্র মজুত রেখেছে। ভারতের অস্ত্রের আওতায় রয়েছে পাকিস্তান ও চীন, পাকিস্তানের অস্ত্রের আওতায় রয়েছে ভারতের বিস্তীর্ণ অংশ এবং চীনের আওতায় রয়েছে সমগ্র ভারত, পাকিস্তান, জাপানসহ আমেরিকার কিছু অংশ। বর্তমানে সকল দিক থেকেই চীন অনেক উন্নত হয়েছে এবং সে এশীয় ভূখণ্ডে তার প্রতিদ্বন্দী ভারতকে পদানত করে রাখতেই পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা ইত্যাদি দেশকে আর্থিক সহায়তার নামে সেই দেশগুলিতে নিজ প্রভাব বলয় গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে এবং এক্ষেত্রে সে সবচাইতে অধিক সফল হয়েছে পাকিস্তানে। চীনের তরফে পাকিস্তানের সাথে মৈত্রীভাব প্রদর্শনের জন্য- all weather friend, deeper than the deepest ও ocean sweeter than honey ইত্যাদি উপমা ব্যবহার করা হয়েছে।[২৪] পাকিস্তান যেমন চীনের কাছ থেকে অস্ত্র কিনে থাকে, তেমনই ভারতও রাশিয়া, আমেরিকা, ফ্রান্স, ইজরায়েল ইত্যাদি দেশের কাছ থেকে অস্ত্র কেনার পাশাপাশি মেক ইন ইণ্ডিয়া প্রকল্পেও বহু অস্ত্র নির্মাণ করে চলেছে। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে এর ফলে পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে পড়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিণাম: সীমান্তবিবাদ নিয়ে উপরোক্ত দেশগুলি কমবেশি রাজনীতি করে থাকে যার পরিণাম মোটেই শুভপ্রদ নয়। পারস্পরিক বিবাদ যেমন প্রভাবিত করে আর্থিক সম্পর্ককে তেমনই সমরাস্ত্র নির্মাণের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ায় পরিস্থিতি এমন দাড়িয়েছে যে যুদ্ধ বাধলে সমগ্র বিশ্বই প্রভাবিত হবে। চীনের সরকার একনায়কতান্ত্রিক সরকার এবং জি জিনপিং আজীবনের জন্য রাষ্ট্রপতি হিসেবে মনোনীত হওয়ায় চীনের রাজনৈতিক কৌশল ভবিষ্যতেও কমবেশি এমনই ভারত বিরোধী থাকবে এমন ভাবাটাই স্বাভাবিক। তাই ভারতকে নিজ আত্মরক্ষার জন্য প্রতিরক্ষাব্যবস্থাকে আরোও বেশি মজবুত করে তুলতে হবে, যার ফলে এই খাতে ব্যয় বেড়েই চলবে। তবে প্রতিরক্ষা খাতে অত্যধিক ব্যয় অনান্য খাতের উপর প্রভাব ফেলে থাকে আবার সরকার যদি এই ব্যায়ভার মেটানোর জন্য জনগণের উপর রাজস্বের মাত্রা বাড়িয়ে তুলে তবে জন অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠবে। পাকিস্তানের প্রশাসনিক ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গড়ে উঠেছে, তবে পাকিস্তানের প্রশাসনে যেভাবে সেনাবাহিনী ও আই.এস.আই এর দৌরাত্ম বেড়ে চলেছে তা ভালো ইঙ্গিত নয়। পাক সেনাবাহিনী ও আই.এস.আই জঙ্গীদের সাহায্য করে থাকে, তাই প্রশাসনে পাক সেনাবাহিনী ও আই.এস.আই-এর প্রভাব বাড়ার অর্থই হল জঙ্গীদের প্রভাব বেড়ে যাওয়া। বর্তমানে পাকজঙ্গী নেতা হাফিজ সঈদ, যে মুম্বাইতে তাজ হোটেলে আক্রমণের মূল চক্রি সে মুসলিম লীগ দল গঠন করেছে এবং ২০১৮ সালের নির্বাচনে বেশিরভাগ আসনেই প্রার্থী দিয়েছে; এমন পরিস্থিতি মোটেই শুভপ্রদ হতে পারেনা।[২৫] এমন জঙ্গীরা যদি সরকারি ব্যবস্থা তথা প্রশাসনের সাথে যুক্ত হয়ে পরে তবে পাকিস্তানের ভারত বিরোধী নীতি আরোও জোড়ালো হবে।

ভারত সরকার পাকিস্তানকে নিষেধ করলেও পাকিস্তান সরকার তার জঙ্গী তোষণ নীতি থেকে সরে আসতে রাজী নয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জাতিপুঞ্জে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও জাতীয় সম্মেলনে সন্ত্রাসবাদের সমস্যাকে নিয়ে ভাবতে বাধ্য করেছেন। তিনি বলেছেন যে সন্ত্রাসবাদের কোনো সীমারেখা নেই, এটি আজ ভারতকে তো কাল অন্য কোনো দেশকে ক্ষতিগ্রস্থ করবে। ব্রাসেলস, প্যারিস ও আমেরিকার বিভিন্ন স্থানেও সাম্প্রতিককালে সন্ত্রাসবাদী হানা হয়েছে; যার ফলে বিশ্বের দরবারে সন্ত্রাসবাদ বিরোধী দেশ হিসেবে ভারত ও এর নেতা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর গুরুত্ব বেড়েছে। বলতে গেলে একপ্রকার ভারতের চাপেই আমেরিকা ২০১৮-২০১৯ এই অর্থবর্ষে পাকিস্তানকে দেওয়া তার সামরিক সহায়তার পরিমাণ কমিয়ে দিয়েছে। চীনও আন্তর্জাতিক চাপে পড়ে

পাকিস্তানের কিছু অপরাধমূলক কাজের প্রতিবাদ করতে বাধ্য হয়েছে। যাইহোক পারস্পরিক প্রভাব বলয় গড়ে তোলার মধ্যে দিয়ে ভারত-পাকিস্তান-চীন সীমান্ত রাজনীতি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এক নতুন সমীকরণ গড়ে তুলেছে।

শান্তিপূর্ণ ভাবে সহবস্থান ও নীতি নির্ধারণের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বে শান্তির পরিবেশ গড়ে উঠবে এমনটাই বর্তমানে সাধারণ মানুষ আশা করে। তাই ভারত-পাকিস্থান-চীন সীমান্ত নিয়ে যে সমস্যা দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে চলছে তার সমাধানকল্পে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

১) তিনটি দেশ ও তাদের পার্শ্ববর্তী দেশগুলির মধ্যে চিরস্থায়ী শান্তিচুক্তি সম্পাদন ও তার শর্তাবলী পালন।
২) দেশগুলির মধ্যে শিক্ষা-সংস্কৃতি-ক্রীড়ার পারস্পরিক আদান প্রদানের মাধ্যমে পারস্পরিক সদ্ভাব গড়ে উঠতে পারে।
৩) সীমান্ত সংক্রান্ত সমস্যাগুলি পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে মেটানোর চেষ্টা করতে হবে।
৪) সন্ত্রাসবাদ যে সকল দেশ তথা মানুষের ক্ষতিকর একটি বিষয়, তা অনুধাবন করতে হবে এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদের নির্মূলীকরণের কাজ করতে হবে, কোনো তোষণ করা চলবে না।
৫) ক্ষুদ্র রাজনীতির উর্দ্ধে উঠে প্রত্যেকটি দেশকে জনগণের নিরাপত্তা ও সুনিশ্চয়তার কথা ভাবতে হবে এবং সেইকারণে পারস্পরিক বিবাদকে যুদ্ধ নয়, শান্তির দ্বারা দূর করার চেষ্টা করতে হবে।
৬) প্রত্যেকটি দেশই নিজের বিকাশসাধনের চেষ্টা করে থাকে, এটি খুবই স্বাভাবিক বিষয়। তবে সমস্যা হয় যখন দেশগুলি অন্যদেশের চাইতে নিজদেশের বিকাশকে অধিক গুরুত্ব দেয় এবং এই অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগীতায় নেমে পরে। ভারত একটি সম্ভাব্য উন্নত দেশ, এই বিষয়টি চীনের পক্ষে মেনে নেওয়াই ভালো এবং তাই ভারতের স্বাভাবিক বিকাশকে বাধা না দিয়ে তার উচিত নিজদেশের উন্নয়নের গতিকে আরোও ত্বরান্বিত করা- এতেই উভয়ের মঙ্গল হবে।
৭) পাকিস্তানও ১৯৪৭ সালের ২৬শে অক্টোবর কাশ্মীরের মহারাজার ভারতের সাথে কাশ্মীরের অন্তর্ভুক্তিকরণের বিষয়টিকে মান্যতা দিলেই সমস্যা অনেকাংশে মিটে যাবে, ভারতের স্বাধীনতা আইনকে সম্মান জানানোই এক্ষেত্রে বাঞ্ছণীয়।

সর্বোপরি যুদ্ধ নয়-শান্তি চাই, ধ্বংস নয়-সৃষ্টি চাই, অস্ত্র নয়-অন্ন চাই এই ধরনের মন্ত্রের উপর ভিত্তি করে পাকিস্তান-চীন-ভারতের জনগণ নিজ নিজ দেশের প্রশাসনকে প্রভাবিতকরণের কাজ করলে, উক্ত দেশগুলির সরকার ও সেইমর্মে প্রয়াসী হবে বলেই মনে হয়।

তথ্যসূত্র:

১) Tsering Shakya, The Dragon in the land since 1947, Columbia University Press, 1999, pp 279
২) Col. K. Bhonsle, India’s Look Myanmar policy, 10th October 2007
৩) Peter Lyon, Conflict Between India and Pakistan, ABC-ALIO, 2008, pp 82
৪) United Nations Treaty series, vol.-229, United Nations, 1954, pp 57-81
৫) Press Trust of India, 30th June 2017
৬) Hoshiar Singh and Pankaj Singh, India Administration, Pearson Education India, 2011, pp10
৭) Achyut Yagnik, S Gaping of Modern Gujrat, Penguin, 2005, pp 223
8) Mehr Chand Mahajan, Looking Back, Asia Publishing House, Bombay, 1963, pp 162

৯) Christopher Snedden, What Happened to Muslims in Jammu?, Journal of South Asian Studies, 2007

১০) Neville Maxwell, India's Chinwar, New Delhi, Natraj Publishers, 2015, pp 27-32

১১) http://www.rediff.com/news/2002/dec/21haji.htm

১২) Stephen Cohen, The Idea of Pakistan, Brookin Institution Press, 2004, pp 382

১৩) Hussain Haqqani, Pakistan: Between Mosque and Military, United Book Press, 2005, pp 87

১৪) Aziz Qutubuddin(reporter), Blood and tears Karachi, United Press of Pakistan, 1947, pp 74-228

১৫) Eric S Margolis, War at the top of the World: The struggle for Afghanistan, Kashmir and Tibet, pp 234

১৬) V.P. Malik, Kargil from Surprise to Victory, Harper Collins Publisher India, 2010, pp343

১৭) The ISI and Terrorism: Behind the Accusations Counsil on Foreign Relations, 2009

১৮) Report Of Gordon Thomas

১৯) Militants attack Indian army bse in Kashmir Killing 17, BBC News, 18th September 2016

২০) RAW creating Trouble for NATO in Afghanistan, Pakistan Times, 25th September 2010

২১) Sumit Ganguly and Kapur Paul, India, Pakistan and The BVOmb: Debating Nuclear Stabilizing in South Asia, Columbia University Press, pp 27-28

২২) Pakistan wants china to build it a Naval base, Dawn.com.Reuters, 21st May 2011

২৩) Ministry of Foreign Affairs, 29th July 2017, Press Release, The Royal Government of Bhutan

২৪) Andrew Small, The China-Pakistan Axis, Penguin Random House India Pvt. Ltd, India, 2015 pp3

২৫) JuD chief Hafiz Saeed's New Political Party to launch manifesto, PTI, 13th March 2018